আবিষ্কার গাইড - ২০

মানুষের মৃত্যুর পর কি ঘটে ?

কোন নির্দোষ শিশুর মুখে যখন আমারা ‘‘মৃত্যুর অর্থ কী ?’’ প্রশ্নটি শুনি তখন আঁতকে উঠি । আমাদের কোন প্রিয়জনের মৃত্যুর কথা শুনলে বা ভাবলে আমাদের মন বিচলিত হয় । প্রত্যেক স্থানেই মৃত্যু মানুষের সাধারণ শত্রু ।

মৃত্যু সম্পর্কীয় কঠোর প্রশ্নের উত্তর কি ? মৃত্যুর পরে কি জীবন আছে ? আমাদের মৃত স্বজনদের কি আমরা পুনরায় দেখতে পাব ?

১। নির্ভয়ে মৃত্যুর মোকাবিলা

আমাদের সকলেই কোন না কোন মুহূর্তে প্রিয়জনকে হারিয়ে হৃদয়ে শূন্যতা অনুভব করি । মৃত্যুর শেষ মুহূর্তের স্মৃতি আমাদের নিঃসহায় জীবনকে হতাশায় ভরিয়ে তোলে ।

এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবাত্মক বিষয়ের উত্তর পেতে কেন আমরা মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থার কথা ভাবি না ? ভাগ্যক্রমে , খ্রীষ্টের জাগতিক পরিচর্যার অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়েছে , ‘‘যাহারা মৃত্যুর ভয়ে যাবজ্জীবন দাসত্বের অধীন ছিল, তাহাদিগকে ’’ উদ্ধার করিতে (ইব্রীয় ২ : ১৫) বাইবেলে যীশু আমাদের সান্ত্বনাদায়ক বাক্য প্রদান করেছেন এবং স্পষ্টভাবে মৃত্যু এবং মরোণোত্তর জীবন সম্পর্কে সমূহ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ।

২। ঈশ্বর আমাদের কিভাবে নির্মাণ করেছিলেন ?

মৃত্যু সম্পর্কে প্রকৃত সত্য বাইবেল থেকে উপলব্ধি করতে হবে আমাদের শুরুতে ফিরে যেতে হবে, দেখতে হবে সৃষ্টিকর্তা কিভাবে আমাদের সৃজন করেছিলেন ।

‘‘ আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে (অর্থাৎ মনুষ্যকে) নির্মাণ করিলেন । এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন ; তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল ।’’ -- আদি ২:৭

সৃষ্টিকালে ঈশ্বর আদমকে ‘‘মৃত্তিকার ধূলি’’ থেকে গঠন করেছিলেন । চিন্তা করতে উদ্যত ছিল তার মস্তিস্ক ; শিরা উপশিরা প্রবাহিত হ ওয়ায় জন্য প্রস্তুত ছিল রক্তস্রোত। তারপর ঈশ্বর তার নামে ফূক দিলেন , প্রবেশ করলেন ‘‘প্রাণবায়ু’’। লক্ষ্য করলন , বাইবেল বলে না যে আদমকে কোন আত্মা প্রদান করা হয়েছিল । বরং বলেছে , মানুষ সজীব প্রাণীতে পরিণত হল । অদমের নাসিকায় ঈশ্বর ফূঁ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বর থেকে জীবন আদমে সঞ্চারিত হয় । শরীর এবং প্রাণবায়ুর মিশ্রণে আদম ‘‘সজীব প্রাণী ’’ হলেন । সুতরাং আমারা এইভাবে সমীকরণটি লিখতে পারি ঃ

আমাদের প্রত্যেকের শরীর এবং চিন্তাশীল মন আছে । যতদিন আমাদের শ্বাস রয়েছে, ততদিন আমরা সজীব প্রাণী, জীবিত প্রাণ ।

৩। মৃত্যুতে কি ঘটে ?

আদি ২ ঃ ৭ পদে বর্ণিত সৃজন প্রক্রিয়াটি মৃত্যুর সময় উল্টে যায় ঃ

‘‘ আর ধূলি পূর্ববৎ মৃত্তিকাতে প্রতিগমন করিবে ; এবং আত্মা যাঁহার দান, সেই ঈশ্বরের কাছে প্রতিগমন করিবে । ’’ -- উপদেশক ১২:৭

শ্বাস এবং আত্মা শব্দ হিব্রু ভাষায় বাইবেলে অনেক স্থলে একই অর্থে প্রযোজ্য হয়েছে । মানুষ যখন মারা যায় শরীর ধূলায় পরিণত হয় এবং আত্মা (প্রাণবায়ু) ঈশ্বরের কাছে প্রত্যাগমন করে ।

কিন্তু প্রাণের কি পরিণতি ঘটে ?

‘‘ প্রভু সদাপ্রভু কহেন , আমার জীবনের দিব্য ,..... দেখ, সমস্ত প্রাণ আমার ..... যে প্রাণী পাপ করে , সেই মরিবে। ’’ -- যিহিস্কেল ১৮:৩-৪

প্রাণের মৃত্যু হয় । এখন প্রাণ অমর নয় - এটি বিনাশশীল ।

মৃত্যুতে আদি ২ঃ৭ পদের সমীকরণ উল্টে যায় ।

মৃত্যু হল জীবনের বিরতি । শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে মাটিতে মিশে যায়, এবং শ্বাস বা আত্মা ঈশ্বরের কাছে ফিরে যায় । বাঁচা অবস্থায় আমরা সজীব প্রাণী, কিন্তু মৃত্যুতে আমরা কেবল মৃতদেহ মাত্র। সুতরাং মৃতেরা সচেতন নয় । ঈশ্বর যে শ্বাস আমাদের দিয়েছেন তা ফিরিয়ে নিলে প্রাণের মৃত্যু ঘটে । কিন্তু খ্রীষ্টে আমাদের প্রত্যাশা আছে ।

৪। মৃতেরা কতটা জানতে পারে ?

মৃত্যুর পর মস্তিস্ক ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাই কিছুই জানতে বা স্মরণ করতে পারে না । মৃত্যুতে সমূহ মানবিক আবেগ স্তব্ধ হয়ে যায় ।

‘‘তাহাদের প্রেম, তাহাদের দ্বেষ ও তাহাদের ঈর্ষা সকলই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । ’’ -- উপদেশক ৯ঃ৬

মৃতেরা সচেতন নয়, অত এব কিছু বিষয়েই তারা সচেতন নয় । জীবিতদের সঙ্গে তাদের কোন প্রকার সংযোগ অসম্ভব ।

‘‘ কারণ জীবিত লোকেরা জানে যে, তাহারা মরিবে; কিন্ত মৃতেরা কিছুই জানে না । ’’ -- উপদেশক ৯ঃ৫

মৃত্যু হল স্বপ্নবিহীন নিদ্রার তুল্য - প্রকৃত পক্ষে, বাইবেল ৫৪ বার মৃত্যুকে ‘‘নিদ্রা ’’ নামে অভিহিত করেছে । যীশু শিক্ষা দিয়েছেন , মৃত্যু একপ্রকার নিদ্রা । তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন :-

‘‘আমাদের বন্ধু লাসার নিদ্রা গিয়াছে , কিন্তু আমি নিদ্রা হইতে তাহাকে জাগাইতে যাইতেছি । তখন শিষ্যরা তাঁহাকে কহিলেন প্রভু, সে যদি নিদ্রা গিয়া থাকে, তবে রক্ষা পাইবে। যীশু তাঁহার মৃত্যুর বিষয় বলিয়াছিলেন , কিন্তু তাঁহারা মনে করিলেন যে, তিনি নিদ্রাঘটিত বিশ্রামের কথা বলিতেছেন । অতএব যীশু তখন স্পষ্টরূপে তাঁহাদিগকে কহিলেন , লাসার মরিয়াছে ’’ -- যোহন ১১ঃ১১ -১৪

যীশু পৌছানোর চারদিন আগে লাসার মারা গিয়েছিলেন । কিন্তু যীশু যখন কবরের সন্নিকটে পৌছালেন , তিনি প্রমাণ করে দিলেন আমাদের পক্ষে যেমন নিদ্রামগ্ন মানুষকে জাগ্রত করা সহজ, ঈশ্বরের পক্ষে তেমনি মৃতদের জাগ্রত করা অতি সহজ ব্যাপার । আমাদের মৃত প্রিয়জন যীশুকে স্বাচ্ছন্দ্যে নিদ্রামগ্ন রয়েছেন , এটা আমাদের পরম সান্ত্বনা ।

৫) মৃতদের কি ঈশ্বর বিস্মৃত হন ?

মৃত্যুনিদ্রাই কাহিনীর শেষ পর্ব নয় । কবরের পার্শ্বে যীশু লাসারের ভগিনী মার্থাকে বলেছিলেন :

‘‘ আমিই পুনরুত্থান ও জীবন ; যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও জীবিত থাকিবে ’’। - যোহন ১১:২৫

যারা ‘‘খ্রীষ্টে’’ মরে করবে নিদ্রামগ্ন - তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল । যিনি মাথার প্রতিটি চুল গণনা করতে পারেন এবং আমাদের স্বহস্তে ধারণ করে আছেন , তিনি আমাদের কোনদিন ভুলে থাকতে পারেন না । মৃত্যুর কোলে আমরা মৃত্তিকায় পরিণত হতে পারি , কিন্তু প্রত্যেকের জীবনবৃত্তান্ত ঈশ্বরের করায়ত্ত্ব । যীশু যখন আসবেন , ধার্মিক মৃতদের তিনি পুনরুত্থান করবেন , ঠিক লাসারের ন্যায় ।

‘‘হে ভ্রাতৃগণ, আমরা চাহি না যে, যাহারা নিদ্রামগ্ন হয় , তাহাদের বিষয়ে তোমরা অজ্ঞাত থাক : যেন যাহাদের প্রত্যাশা নাই, সেই অন্য সকল লোকের মত তোমরা দুঃখার্ত না হও কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ, প্রধান দূতের বর সহ, এবং ঈশ্বরের তূরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন ।আর যারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে , তাহারা প্রথমে উঠিবে । পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি , যাহারা অবশিষ্ট থাকিব, আমরা আকাশে প্রভূর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত একসঙ্গে তাহাদের সহিত মেঘযোগে নীত হইব; আর এইরূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব । অতএব তোমরা এই সকল কথা বলিয়া একজন অন্য জনকে সান্ত্বনা দেও ’’। -- ১ থিষল ৪ঃ ১৩, ১৬-১৮

পুনরুত্থানকালে । মৃত্যুর গহ্বরকে মনে হবে ক্ষণকালের বিশ্রামস্থল। সময়ের অতিক্রম সম্পর্কে মৃতদের কোন হুঁশ থাকবে না । যারা খ্রীষ্টকে তাদের ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করেছেন , প্রভুর সুমধুর কণ্ঠস্বরে তারা জাগরিত হবেন। পুনরুত্থানের প্রত্যাশার সঙ্গে রয়েছে আরো পুরস্কার , স্বর্গীয় বাসগৃহ । যেখানে ঈশ্বর '' তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন : এবং মৃত্যু আর হইবে না ; শোক, বা আর্তনাদ বা ব্যথাও আর হইবে না (প্রকা ২১:৪) । যারা ঈশ্বরকে প্রেম করেন তাদের মৃত্যুকে ভয় করার কোন কারণ নাই । মৃত্যুর পরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে ঈশ্বরের সাহচর্যে অনন্ত জীবন। মৃত্যুর চাবি যীশুর হাতে (প্রকা ১ঃ ১৮)

৬। এখন কি আমরা অমর ?

আদম এবং হবাকে যখন ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন , তখন তারা অমরত্ব পাননি - তারা ছিলেন মৃত্যুর অধীন । ঈশ্বরের বাধ্য থেকে তারা কি অমরত্বের অধিকারী হয়েছিলেন । কিন্তু পাপ করার ফলে তারা প্রাণের অধিকার হারিয়ে ফেলেন । অবাধ্যতার জন্য তারা মৃত্যুর অধীনস্থ হন । তাদের পাপ সমুদয় মানব জীবনকে সংক্রমিত করে, সুতরাং আমরা সকলেই যখন পাপ করেছি , তখন সবাই আমরা মৃত্যুর অধীন (রোমিয় ৫ : ১২) বাইবেলে কোথাও ঘুণাক্ষরে উল্লেখ করা হয়নি যে মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা সচেতন সত্তারূপে বিরাজ করে ।

বাইবেলে কোথাও বলা হয়নি প্রাণ বা আত্মা অবিনাশী - মৃত্যুহীন অজর বা অমর । প্রাণ বা আত্মা শব্দ হিব্রু ও গ্রীক ভাষায় বাইবেলে ১৭০০ বার উল্লেখ করা হয়েছে । কিন্তু কোথাও বলা হয়নি যে এগুলি অমর। বর্তমানে একমাত্র ঈশ্বরই অমরত্বের অধিকারী ।

''ঈশ্বর অমরতার একমাত্র অধিকারী । '' - ১ তীম ৬ঃ১৫, ১৬

শাস্ত্র স্পষ্ট জানায় , এই জীবনে মানুষ মরনশীল , মৃত্যুর অধীনস্থ কিন্তু যীশুর দ্বিতীয় আগমনে আমাদের আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে।

''দেখ , আমি তোমাদিগকে এক নিগূঢ়তত্ত্ব বলি : আমারা সকলে নিদ্রাগত হইব না , কিন্তু সকলে রূপান্তরীকৃত হইব ; এক মুহূর্তের মধ্যে চক্ষুর পলকে , শেষ তূরীধ্বনিতে হইবে ; কেননা তূরী বাজিবে , তাহাতে মৃতেরা অক্ষয় হইয়া উত্থাপিত হইবে , এবং আমারা রূপান্তরীকৃত হইব । কারণ এই ক্ষয়ণীয়কে অক্ষয়তা পরিধান করিতে হইবে , এবং মর্ত্যকে অমরতা পরিধান করিতে হ ইবে ।''
-- ১ করিন্থীয় ১৫:৫১-৫৩

মানুষ হিসাবে আমরা এখন অমর ন ই । কিন্তু খ্রীষ্টের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর আগমনকালে আমরা অমরত্ব লাভ করব । যীশু যখন তাঁর কবর বিদীর্ণ করে উত্থাপত হন তখন ই আমরা এই অঙ্গীকার লাভ করি । কারণ তিনি ঃ

'' মৃত্যুকে শক্তিহীন করিয়াছেন , এবং সুসমাচার দ্বারা জীবন ও অক্ষয়তাকে দীপ্তিতে আনিয়াছেন '' । -- ২ তীমথিয় ১ঃ১০

মানুষের চরম দশা সম্পর্কে ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট ঃ যারা পাপকে আঁকড়ে থেকে খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের জন্য অনন্ত মৃত্যু এবং যারা তাঁকে প্রভু ও ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করেছেন তাদের জন্য অনন্ত অমরত্বের উপহার ।

৭। প্রিয়জনের মৃত্যুর মোকাবিলা

কোন প্রিয়জনের মৃত্যুতে আমারা গভীরভাবে শোকাহত হই, একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গ জীবনে আমরা আতঙ্কিত হয়ে থাকি । এই মানসিক যন্ত্রণার একমাত্র উপশম কেবল খ্রীষ্টই করতে পারেন । মনে রাখবেন আপনার প্রিয়জন খ্রীষ্টে নিদ্রিত এবং যীশুর দ্বিতীয় আগমনে তারা জীবনের পুনরুত্থানের অংশীদার ।

ঈশ্বর অপূর্ব পুনর্মিলনের ব্যবস্থা করেছেন । শিশুগণ তাদের ভাবাকুল পিতামাতার সঙ্গে পুনরায় সানন্দে মিলিত হবে । স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পর প্রেম আলিঙ্গন আবদ্ধ হবেন । জীবনের নিষ্ঠুর বিরহের অবসান ঘটবে । ‘‘মৃত্যু জয়ে কবলিত হইল’’ (১করিন্থীয় ১৫ঃ৫৪) ।

অনেকে প্রিয়জনের বিচ্ছেদে এমন বিহ্বল হয়ে পড়েন যে, তারা কোজ ভৌতিক মিডিয়াম বা বর্তমান যুগের তান্ত্রিকদের দ্বারস্থ হন । কিন্তু এ ব্যাপারে বাইবেল আমাদের সাবধান করে দিয়েছে :

‘‘আর যখন তারা তোমাদিগকে বলে, তোমরা ভূতড়িয়া ও গুণীদিগের নিকটে, যাহারা বিড় বিড় ও ফুসফুস করিয়া বকে, তাহাদের নিকটে অন্বেষণ করে (তখন তোমরা বলিবে) প্রজাগণ কি আপনাদের ঈশ্বরের কাছে অন্বেষণ করিবে না . তাহারা জীবিতদের জন্য কি মৃতদের কাছে (অন্বেষণ করিবে) ?’’ -- যিশাইয় ৮ ঃ ১৯

প্রকৃত পক্ষে কেন . বাইবেল স্পষ্ট বলে যে মৃতেরা সচেতন নয় । বিরহানলের কেবল খ্রীষ্টই সান্ত্বনা । খ্রীষ্টের সঙ্গে কথোপকথনের সময় অতিবাহিত করা বুদ্ধিমানের পরিচয় । মনে রাখবেন , দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে মৃতদের সঙ্গে কোন প্রকার সংযোগ সাধন একান্তই অসম্ভব ।

৮) নির্ভয়ে মৃত্যুর মোকাবিলা

মৃত্যু আমাদের থেকে প্রায় সব কিছু ছিনিয়ে নেয় । কিন্তু খ্রীষ্টকে সে আমাদের থেকে কেড়ে নিতে পারে না । খ্রীষ্ট আমাদের আবার সব কিছু ফিরিয়ে দিতে সক্ষম । মৃত্যু এই জগৎকে চিরদিন শাসন করতে পারবে না । শয়তান , দুষ্টগণ , মৃত্যু এবং কবর অগ্নিহ্রদে বিনষ্ট হয়ে যাবে । এটাই ‘‘ দ্বিতীয় মৃত্যু ’’ (প্রকাশিত ২০ঃ১৪)

নির্ভয়ে মৃত্যুর মোকাবিলার চারটি নিয়ম :

(১) খ্রীষ্টে প্রত্যাশা পূর্ণ আস্থা নিয়ে জীবন যাপন করুন, তহলে যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুর জন্য আপনি প্রস্তুত থাকতে পারবেন ।

(২) পবিত্র আত্মার শক্তিতে খ্রীষ্টের আদেশের অনুগত থাকুন , তাহলে আপনি যে দ্বিতীয় জীবন পাবেন তার কোনদিন মৃত্যু হবে না ।
(৩) মৃত্যুকে একটা স্বপ্নকালীন নিদ্রা মনে করুন , খ্রীষ্টের ডাকে আপনার ঘুম ভেঙ যাবে ।
(৪) খ্রীষ্টের অনন্তকালীন দিব্য আবাসস্থলের নিশ্চয়তা হৃদয়ে পোষণ করুন ।

বাইবেল সত্য মানুষকে নির্ভয়ে মৃত্যুর মোকাবিলা করার শক্তি দেয় । দ্বিতীয় আগমনে খ্রীষ্ট আমাদের জীবনকে শান্তিতে ভরিয়ে তুলবেন ঃ

‘‘ শান্তি আমি তোমাদের কাছে রাখিয়া যাইতেছি , আমার ই শান্তি তোমাদিগকে দান করিতেছি ; তোমাদের হৃদয়ে উদ্বিগ্ন না হউক , ভীত ও না হউক ।’’
-- যোহন ১৪:২৭

প্রিয়বিরহের যাতনা সহ্য করার শক্তি যীশু আমাদের দিয়েছেন । তিনি মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা দিয়ে ভ্রমন করেছেন , তিনি আমাদের অন্ধকার রজনীগুলি সম্পর্কে অবহিত ।

‘‘ ভাল , সেই সন্তানগণ যখন রক্তমাংসের ভাগী , তখন তিনি আপনিও তদ্রুপ তাহার ভাগী হইলেন ; যেন মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুর কর্তৃত্ব বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ দিয়াবলকে শক্তিহীন করেন , এবং যাহারা মৃত্যুর ভয়ে যাবজ্জীবন দাসত্বের অধীন ছিল , তাহাদিগকে উদ্ধার করেন । ’’ -- ইব্রীয় ২ঃ১৪,১৫

ডঃ জেমস শিমশোন । মহৎ চিকিৎসাবিদ , অজ্ঞানকরণ প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধন করেছিলেন । কিন্তু তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুতে তিনি ভীষণভাবে মর্মহত হন । তিনি গভীর শোকে বিষন্ন হন । কিন্তু অবশেষে তিনি প্রত্যাশার মুখ দেখতে পান । প্রিয় পুত্রের করবের উপর তিনি সমাধি ফলকে লিখে রাখেন যীশুর প্রত্যাশাময় বাণী ‘‘ আমি জীবিত, তাই তোমরা ও জীবিত থাকিবে । ‘‘ আমাদের হৃদয় দুঃখে ভেঙ্গে গেলেও মনে রাখতে হবে , যীশু জীবন্ত !

খ্রীষ্টের মধ্যে আমাদের মরণোত্তর জীবনের প্রত্যাশা নিহত । তিনি ‘‘ পুনরুত্থান ও জীবন ১১ (যোহন ১১ : ২৫) তিনিই প্রতিশ্রতি দিয়েছেন ‘‘ আমি জীবিত আছি , এজন্য তোমরাও জীবিত থাকিবে । (যোহন ১৪:১৯) । মৃত্যুর পরে যীশু আমাদের একমাত্র প্রত্যাশা । খ্রীষ্ট পুর্নবার এসে আমাদের অমরতা প্রদান করেন । আর আমাদের মৃত্যুর ছায়া দিয়ে চলতে হবে না । কারণ আমরা হব অনন্ত জীবনের অধিকারী আপনি কি খ্রীষ্টে এই প্রত্যাশা খুঁজে পেয়েছেন ? যদি আপনি এখন ও যীশুকে প্রভু ও ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করে না থাকেন তাহলে এক্ষুণি কি গ্রহণ করতে তৎপর হবেন ?

আবিস্কার উত্তর পত্র - ২০

মানুষের মৃত্যুর পর কি ঘটে ?

আবিস্কার গাইড ২০ পাঠ করে আপনার এই উত্তরপত্রটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন এবং আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করুন ।

সঠিক মন্তব্যগুলির পাশে টিক চিহ্ন দিন :

১। সজীব প্রাণ কি ? মৃত্তিকার ধূলি এবং পাণবায়ুর মিশ্রণ ।
____ সজীব প্রাণী ।
____ মানবদেহের অমর অংশ ।

২। 'আত্মা' কি, যা মৃত্যুর পর ঈশ্বরের কাছে ফিরে যায় ?
____ প্রাণবায়ু ।
____ সজীব সত্তা ।

৩। মৃত্যুতে মানুষের কি ঘটে ?
____ তার প্রাণবায়ু ঈশ্বরের কাছে ফিরে যায় ।
____ তার দেহ স্বর্গে চলে যায় ।
____ তার দেহ ধূলায় প্রতিগমন করে ।
____ সে মৃত হয় , তার কোন চেতনা থাকে না ।

৪। মৃত ব্যাক্তির অবস্থা কি রকম হয় ?
____ সে কিছুই জানে না ।
____ সে দুঃখিত অবস্থায় নিঃসঙ্গতা অনুভব করে ।
____ ধার্মিক হলে সে সুখে ও আনন্দে থাকে ।
____ সে গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকে ।

৫। ____ বিশ্ববাসীদের কাছে যীশুই পুনরুত্থান ও জীবন
____ জীবনদাতা যীশুর আহ্বানের অপেক্ষায় মৃতগণ কবরে নিদ্রামগ্ন
____ যীশুর দ্বিতীয় আগমনে খ্রীষ্টে নিদ্রিত মৃতগণ পুনরুত্থিত হবেন

৬। ____ এই জীবনে মানুষের আত্মা অমর, কোনদিন মরবে না ।
____ এই জীবনে মানুষের প্রাণ মরণশীল , মৃত্যুর অধীন ।
____ যীশু যখন আসবেন , মুক্তিপ্রাপ্তগণ পুনরুত্থিত হবেন এবং অমরত্ব লাভ করবেন ।

৭। ____ বাইবেলের আমাদের ভূতড়িয়া এবং মিডিয়াম তান্ত্রিকদের থেকে দুরে থাকতে বলেছেন ।

৮। ____ খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনে আমাদের পুনরুত্থানের প্রত্যাশা আছে বলে আমরা নির্ভয়ে মৃত্যুর মোকাবিলা করতে পারি ।
____ মৃত্যুর পরে আমাদের যীশুই একমাত্র প্রত্যাশা

মূল প্রশ্ন ঃ আপনি কি যীশুকে আপনার ত্রাণকর্তারুপে গ্রহণ করেছেন ।